Welland Gouldsmith School

Subject ★ **Bengali★**

Class 8 ★Answers★

★ ব্যাকরণ -বিষয়ক প্রশ্ন

১. পদ পরিবর্তন কর –

সংসার – সাংসারিক

অন্তর - আন্তরিক

বিষ – বিষাক্ত

বরণ -বরণীয়

গোপন – গোপনীয়

উন্মাদ – উন্মত্ত

২. শব্দার্থ লেখ –

ব্যর্থ নমস্কারে – অর্থহীন শ্রদ্ধা

কপটরাত্রি ছায়ে – ছলনার কালো অন্ধকার

নিঃসহায় – অবহেলিত

প্রতিকারহীন – বিচারহীন

নিভৃতে – একাকী

নিষ্ফল - ব্যর্থ

অমাবস্যার কারা – অন্ধকার বন্দীশালা

৩. বিপরীত শব্দ –

অন্তর – বাহির

দুর্দিন – সুদিন

অমাবস্যা – পূর্ণিমা

দুঃস্বপ্ন – সুস্বপ্ন

বাক্য রচনা – নিজে নিজে কর।

★ পাঠ্য বই এর প্রশ্নের উত্তর- (এগুলো কিছু সূত্র দেওয়া হল, সাহিত্য মুখস্থ না করে নিজের মত লিখলে লেখা ভাল হয়, তাই এই লেখাগুলো বুঝে নিয়ে নিজের মত লিখবে, তবেই শেখা ভাল হবে।)

★১. আলোচ্য অংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'প্রশ্ন' কবিতা থেকে গৃহীত।

ক) ঈশ্বর প্রেরিত মহামানবের দল, যারা যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তারাই দূত।

প্রত্যেক ধর্মেই এমন মানুষ রয়েছেন।যেমন – শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যীশুখ্রীষ্ট, গুরু নানক, হজরথ মহম্মদ, বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতি

খ) ঈশ্বর তাদের পাঠিয়েছেন এই নিখিল ভুবনে অর্থাৎ পৃথিবীতে, তাঁর ভালবাসাস বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে।

গ) দূতেরা বলে গিয়েছেন সকলকে ক্ষমা করতে, ভালবাসতে ও মন থেকে বিদ্বেশের বিষ ত্যাগ করে মানবতার পথে চলা উচিত।

ঘ) সাধারণ মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত দূতেদের প্রতি শ্রদ্ধাবান বটে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের বাণী কাজে লাগাতে পারেনি মানুষ। বিশেষত পরাধীন ভারতের ভয়ংকর রূপ ব্যথিত করেছে মানুষকে, তখন অসহায় মানুষগুলি ভুলেছে মহাপুরুষদের বাণী।একেই বার্থ নমস্কার বলে হয়েছে।

★২. আলোচ্য অংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'প্রশ্ন' কবিতা থেকে গৃহীত।

ক) কপট অর্থাৎ ছলনা, চাতুরী, চালাকি। রাত্রি অর্থাৎ রাত। মিলিয়ে হয় ছলনাময় কালো রাত।

খ) পরাধীন ভারতের দরিদ্র দেশবাসীরা নিঃসহায়।এরা অসহায়, অবহেলিত,বঞ্চিত।

গ) এটি পরাধীন ভারতের ছবি।বিশেষত ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ এর নৃশংস ঘটনার সমরকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘ) কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে তৎকালীন দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন কবি।তিনি দেখেছেন দেশের উপর চাতুরির কালো অন্ধকার ছেয়ে আছে।কেউউই কাউকে সহানুভূতির চোখে দেখে না, তাই নিঃসহায় মানুষগুলোর অবস্থা করুণ হতে থাকে।ক্ষমতাশালী মানুষগুলো অন্যায় করেও বিচারহীন ভাবে ছাড়া পেয়ে যায়।শুধু বিচারের আশায় কেঁদেই দিন কেটে যায় দরিদ্র মানুষের। দেশকে স্বাধীন করতে সেইসময়ের তরুণদল উন্মাদের মত চেষ্টা করেছে।সেই কাজের ব্যর্থতা কখনো কখনো মৃত্যুর কারণ হয়েছে তাদের।

★৩. আলোচ্য অংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘প্রশ্ন' কবিতা থেকে গৃহীত।

ক) লুপ্ত কথাটির অর্থ হারিয়ে বা তলিয়ে যাওয়া।

খ) ‘আমার ভুবন’ অর্থাৎ কবির সাহিত্যগত জগতের কথা বলা হয়েছে।তার লেখালেখি, গানের জগৎ।

গ) পরাধীন ভারতের চিত্র কবিকে ব্যথিত করেছিল খুব।নিশ্চিন্তে সাহিত্য রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।দেশবাসীর অপমানে নিজেকেও অপমানিত মনে করেন, তাই তো ইংরেজদের দেওয়া ‘নাইটহুড’ পরিত্যাগ করেছিলেন।এইভাবেই পরাধীন দেশের অত্যাচারে ভরা পরিস্থিতির তলে হারিয়ে যাচ্ছিল কবির ভুবন।

ঘ) পরাধীন ভারতের পরিস্থিতিতে কবি অসহায় দেশবাসীর হয়ে যেন ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেছিলেন যে ঈশ্বরসৃষ্ট এই সুন্দর জগতের বাতাস যারা বিষিয়ে দিচ্ছে, নির্মল আলো কেড়ে নিয়ে অন্ধকার করে দিচ্ছে দেশের পরিবেশ, ঈশ্বর নিজে কি সেই মানুষগুলো কে ক্ষমা করতে পারবেন কোনোদিন।আসলে প্রশ্নের মধ্যেই যেন রয়ে গেছে উত্তর।এই মানুষেরা ক্ষমার অযোগ্য।

★★★★★★★